64

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ১৪ দফা সুপারিশ পেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষার উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ গণতন্ত্রের নীতিমালা অনুসরণে ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দসহ ১৪ দফা সুপারিশ পেশ করেছে।

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই সুপারিশ পেশ করেন। ১৪ দফা সুপারিশের মধ্যে আরও রয়েছে শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বেতনের ১০০ ভাগসহ সরকারী শিক্ষকদের মতো বেসরকারী শিক্ষকদেরও উৎসব ভাতা, আবাসিক ভাতা, বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য চাকরির নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে সংসদে পাস করা, অবিলম্বে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর প্রকল্প চালু, ৮ বছর পূর্ণ হলেই প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী টাইমস্কেল, শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক শিক্ষক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর নামমাত্র হারে নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে বিদ্যুত, গ্যাস ও পানি বিনামূল্যে সরবররাহ করতে হবে।

পরীক্ষায় অসদুপায় প্রসঙ্গে বলা হয়, সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারী ও অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তাকারীদের মধ্যে এমনকি "শিক্ষক" নামধারী কোন ব্যক্তিও যদি থেকে থাকে তাহলে তাদেরকে প্রতিরোধ করে শিক্ষক, অভিভাবক—সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং যথোপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ফলাফলের ওপর বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা চালু রাখা বা বন্ধ করা হলেও সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাদের বিশেষ পুরস্কার ও মর্যাদাদানের ব্যবস্থা করা এবং পাশাপাশি পরীক্ষায় পাসের হারকে অগ্রাধিকারমূলক বিবেচনায় না এনে সরকারী-বেসরকারী উন্নতমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, আলী আকবর খান প্রমুখ।